কাঠ বিক্রি বুড়ো

(গল্পগ্রন্থ – অসাধারণ)

আমি গাছ বিক্রি পছন্দ করি না। কোনো গাছ যদি কেউ কাটে তবে আমার বড় কষ্ট হয়। লোককে পরামর্শ দিই গাছপালা দেশের সম্পদ, ধরণীর শ্রী ওরা বাড়িয়েচে ফুলে, ফলে, ছায়ায় সৌন্দর্যে—ওদেরই ডালে ডালে দিনরাত কত বিহগ-কাকলী, ওদের কেটে নষ্ট কোরো না।

সুতরাং যখন গ্রামের ঘাটে কাঠের নৌকো এসে লাগল, আমি সেটা পছন্দ করিনি।

একদিন সকালে বসে লিখচি, একজন দাড়িওয়ালা বুড়ো মুসলমান এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে আমায় সেলাম করলে হাত তুলে।

বললাম—কি চাই ?

—বাবুর গাছ বিক্রি আছে, বিক্রি করবেন ?

—কি গাছ ?

—বাবুর বাড়ির পেছনে বিলিতি চট্‌কা আছে, বাগানে শিশু আছে, কলুচট্‌কা আছে।

লোকটার কথায় দক্ষিণের টান। বললাম—বাড়ি দক্ষিণে ?

—হ্যাঁ বাবু, বসিরহাটের ওপার। টাকি শ্রীপুর।

—গাছ কিনতে এসেচ নাকি ?

—বাবু, আমাদের নৌকো এসেচে ঘাটে। কাঠ বোঝাই হয়ে কলকাতায় যাবে। আপনার এদিকে যদি বাগান-টাগান পাওয়া যায় কিনব।

বাগান কেনা শুনে আমি আগেই চটেচি, সুতরাং লোকটার সঙ্গে ভালো করে কথা বললাম না।

ও বললে—বাবু, গাছ বেচবেন ?

—না।

—ভালো দর দেব বাবু।

—কি রকম দর শুনি ?

—তা বাবু আপনার বড় চট্‌কা গাছটা চল্লিশ টাকা দর দেব।

আমি আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। এ অঞ্চলে ও গাছের দাম যুদ্ধের আগে একজন বলেছিল ছ টাকা। যুদ্ধের মধ্যে ওর দাম উঠল চোদ্দ টাকা। ওটাকেই সর্বোচ্চ দাম বলে আমি ভেবেছিলাম। একটা বুনো চট্‌কা গাছের দাম চোদ্দ টাকা—ওই যথেষ্ট ! আশাতিরিক্ত দর। আর এখন এ বলে কি !

চল্লিশ টাকা একটা চট্‌কা গাছের দাম—এ কথা পাঁচ বছর আগেও কেউ কানে শোনেনি। আমার বাগান-সংলগ্ন জমিতে এরকম চট্‌কা গাছ পাঁচ-ছটা আছে, বেশ মোটা পয়সা পেতে পারি দেখচি গাছ কটা বিক্রি করলে।

হঠাৎ মনে পড়ল নেপল্‌স উপসাগরের তীরে কোনো এক বড় গাছতলায় গ্লিনি বসে বই লিখতেন, নীল জলরাশি তাঁর চোখের সামনে দূর স্বপ্ন-জগতের বাণী ভাসিয়ে আনত, দৃশ্যমান জগতের ওপারে যে বৃহত্তর স্বপ্ন-জগৎ দিক থেকে দিগন্তরে বিস্তৃত। আমি একটা রঙিন ছবিতে নেপলস্ উপসাগর তীরে এই ধরনের গাছের ছবি দেখেছিলাম। চট্‌কা গাছগুলো দেখতে ঠিক তেমনি। মনে মনে আমি ওদের নাম দিয়েছিলাম গ্লিনির গাছ। টাকার জন্যে সে গাছগুলো কেটে উড়িয়ে দেব ?

লোকটাকে বললাম—না হে, ও গাছ বিক্রি হবে না।

সেই থেকেই কাঠের নৌকা নিয়ে লোকটা আমাদের গ্রামের ঘাটে রয়ে গেল। দু-তিনটি বড় বড় বাগান কিনে তার সমস্ত গাছ কাটিয়ে গুঁড়িগুলো নৌকা বোঝাই করতে লাগল—ডালপালা সস্তাদরে গ্রামের লোকজন জ্বালানির জন্যে কিনে নিলে ওর কাছ থেকে। রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপটা অনেকদিন থেকে পোড়ো, ভূতের বাসা হয়ে আছে—কারণ একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছাড়া রায়-বাড়িতে বর্তমানে আর কেউ থাকে না। লোকটা রায়-কাকাকে বলে সেই চণ্ডীমণ্ডপের একপাশে আছে, আরো দুটি সঙ্গী নিয়ে—চণ্ডীমণ্ডপের উত্তর দেওয়ালের গায়ে বাইরের দিকে একখানা খেজুর-পাতার চালা উঠিয়ে নিয়ে সেখানেই রান্না করে খায়। একটা বাঁশের তিক্‌ড়িতে হাঁড়িকুড়ি রাখে।

গাছগুলো কেটে ফেলচে গ্রামের ছায়াসম্পদ ও শ্রীকে নষ্ট করে—এজন্যে কাঠ বিক্রি বুড়োকে আমি পছন্দ করতাম না। ওর সঙ্গে বেশি কথাও বলতাম না।

নদীর ধারে ওদের নৌকো থাকে, যেখানে নদীর পাড় পাড় খুব ঢালু, বড় বড় উলু ঘাসের বন, ভাঁট বন, পট্‌পটি গাছ—সেখানে ওদেরই কাটা এক কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে থাকি বিকেলে, বেশ ফাঁকা জায়গা, অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যায়। নীল আকাশের নিঃশব্দ বাণীর মতো নেমে আসে অপরাহ্নের শান্তি।

কাঠ বিক্রি বুড়ো আমার কাছে আসে নৌকো থেকে নেমে।

আমি বলি—আর কতদিন আছ ?গাছগুলো তো দেশের সাবড়ালে।

আমি কি বলচি ও বুঝতে পারে না। গাছগুলো সাবাড় করলে ক্ষতি যে কি, তা ওর বোঝবার বুদ্ধি নেই। ও বললে—না বাবু, কি আর এমন লাভই বা হবে, বড্ড খরচ পড়ে যাচ্ছে !

—কিসের খরচ ?

—এই জন-খরচ, কাটাই-খরচ !

—কলকাতায় কি দরে বিক্রি হে ?

—আজ্ঞে সাড়ে তিন টাকা কিউবিক ফুট, মিথ্যে কথা বলব না আপনার কাছে।

লোকটা আর কিছু ইংরেজি জানুক আর না জানুক, কিউবিক ফুটের মাপটা জানে। কারণ ওইকরেই খায়। তাছাড়া ওকে দেখে আমার মনে হয় লোকটা সরল, সাদাসিধে। কুটিল, ধূর্ত, ব্যবসাদার নয়। ও আমায় তামাক সেজে এক-একদিন খাওয়ায়। সুখদুঃখের দুটো কথা বলে।

ক্রমে যত দেখি বুড়ো বড় বড় বাগান কেটে উড়িয়ে দিচ্ছে, ততই ওর ওপর আমার বিতৃষ্ণা জমে। পয়সার জন্যে এরা সব পারে।

রাস্তাঘাটে দেখা হলে ভালো করে কথা বলি নে।

বুড়ো কিন্তু যেচে কথা বলতে আসে আমার সঙ্গে। প্রায় তিন-চার মাসের বেশি আমাদের গ্রামে আছে, গ্রামের সকলের নাম-ধাম ভালো করেই জেনে ফেলেচে। কে কোথায় কাজ করে, কত মাইনে পায়, কার কি রকম অবস্থা এ সব ওর জানা হয়ে গিয়েচে। মাঝে মাঝে আমার বাড়ি এসে সন্ধ্যার সময় বসে, তামাক খায়, প্রতিবেশীর মতো গল্প করে। একদিন আমায় বললে—বাবু বুঝি বই লেখেন ?

—হ্যাঁ।

—বই ছাপান কোথায় ?

—কলকাতায়।

—কত খরচ পড়ে ?

—পাঁচ-ছশো, হাজার।

—তা বাবু আপনার মতো আমাদের যদি হত। চিরজীবনটা কষ্ট করেই কাটল। একটা ছেলে আছে, জমিদারি-কাছারিতে কাজ করে টাকির বাবুদের। আট টাকা মাইনে পায়। বাবুরা ওকে বড় ভালোবাসে। আবদুল না হলে কোনো কাজ হবে না লায়েববাবুর। সাইকেলের পিছনে তুলে নিয়ে সাতক্ষীরে যায় মোকদ্দমার দিন থাকলি। আর বছর পুজোর সময় বাড়ি এল, তা ডিম এনেল চার কুড়ি। আর গাওয়া ঘি—

বুড়ো দিব্যি গল্প জমিয়ে বসে। তামাক খায়। কিছুক্ষণ পরে আবার চলে যায়।

মাঝে মাঝে ওকে জিজ্ঞাসা করি—কেমন লাভ হবে এবার ?

—কি জানি বাবু ?

—অনেক গাছ তো কাটলে !

—ওতে কি হয় বাবু—এখনো অনেক গাছ কাটতি হবে।

—মোটা টাকা লাভ করবে এবার !

—দোয়া করুন বাবু, তাই যেন হয়। কনটোলের কাপড় একখানা দিতে পারেন বাবু, নইলে ন্যাংটা হতি হবে।

অনেকদিন ধরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। বুড়োও নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে, আমিও থাকি নিজের কাজে ব্যস্ত। এমনকি ওর কাছে কিছু ডালপালা কিনেছিলাম জ্বালানির জন্যে, তার দাম নিতেও এল না।

এই সময় আমাদের গ্রামে আমাদের এক তরুণ প্রতিবেশী টাইফয়েড জ্বরে পড়ল। তার চাষবাস আছে, বাজারে ছোট একখানা ফলের দোকান আছে, স্ত্রী ও পাঁচটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে।

রোগ দিন দিন বেড়ে ক্রমে বাঁকা পথ ধরল। আমরা পাড়ার সবাই রাত জেগে দেখাশুনো করি, দু-তিনটি ছোকরা আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী দূরের থেকে কখনো ওষুধ, কখনো ডাক্তার, কখনো ফল, কখনো বরফ আনতে দিনেরাতে চার-পাঁচবার ছুটোছুটি করে। তরুণী স্ত্রী ও ছেলেমেয়েগুলির মুখের দিকে চেয়ে গ্রামের লোকেরা কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে গ্রহণ করে না।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

চব্বিশ দিন জ্বরভোগের পর রোগী মারা গেল। গ্রামের মেয়েরা চার-পাঁচদিন ধরে ব্যস্ত রইল সদ্যবিধবা মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতে। পুরুষেরা ব্যবস্থা করতে লাগলেন ওদের বিষয়-আশয় কি হবে, চাষবাসের কি বন্দোবস্ত করা যায়।

কান্নাকাটির গোলমালে দিন দশ বারো কেটে গেলে একদিন সন্ধ্যাবেলায় একটা দৃশ্য দেখলুম, যা আমার কাছে এত ভালো লাগল যে শুধু যেন সেই ঘটনাটার কথা বলতেই এ গল্পের অবতারণা।

বেলা আর নেই, ছিপগুলি নিয়ে পুকুর থেকে ফিরচি মাছ ধরে, ওদেরই বাড়ির পাশ দিয়ে। দেখি যে সেই কাঠ বিক্রি বুড়ো মুসলমান ওদের উঠোনে বসে তরুণী বিধবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। রাস্তার ধারেই ওদের রান্নাঘরের ছেঁচতলা, প্রতিবেশীর স্ত্রীটি বসে কি কাজ করচে রান্নাঘরের দাওয়ায় আর বুড়ো বসে আছে ছেঁচতলায়। শুনলাম ও বলচে—সব দিকই দেখুন মা ঠাকরোন, বেঁচে চেরকাল কেউ থাকে না। তিনি অল্প বয়সে গিয়েচেন এই হল আসল কষ্ট। তা আপনার বাচ্চাকাচ্চাদের মুখির দিকে চেয়ে আপনি কোমর বাঁধুন। নইলি আজ আপনি অস্থির হলি, ওরা কোথায় দাঁড়াবে মা ঠাকরোন ?চোকির জল আর ফ্যালবেন না—আপনার চোকি জল দেখলি বুক ফেটে যায়—

আমি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে গিয়েচি। দেখি যে বুড়ো মুসলমান ময়লা গামছার খুঁটে নিজের চোখের জল মুছে ফেলচে।

এর চেয়ে কোনো অপূর্বতর দৃশ্যের কল্পনা আমি করতে পারি নে।

সেই সন্ধ্যায় একটি অতি মধুর গীতি-কাব্যের মতো মনে হল এর উদার আবেদন।